

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া
আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীরা চক্রবর্তী
“নিরালা”
৪০৪ পূর্বসিঁথি রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০০

মুদ্রক :
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

পুত্র ও কন্যা
ইন্দ্রনীল ও সোমা-কে
পিতৃহত্যায়ের
কবোক্ত আশীর্বাদ

॥ রচনাকাল : ১০৮৬-১০৯০ ॥

● লেখকের অন্ত্যান্ত গ্রন্থ ●

কবিতা

নিবাসন

কর্ণা-মন

রঞ্জিত ফাল্গুন

স্মৃতিবিস্মৃতির গান

প্রবন্ধ

সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সমালোচনা

ভিন্ন-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্‌চিহ্ন

নদীর শরীর হ'রে (নদীর শরীর হ'রে কোনো কথা বলোনা কখনো ।)	১১
জলের প্রতিমা : গঙ্গা (জলের প্রতিমা তুমি । শব্দ জল, খ-খ জলরাশি...)	১২
আ মরি মাতৃকাননী : গঙ্গা (প্রাণের গভীরে তুমি প্রবাহিতা রয়েছো জননী)	১৩
স্বীকারোক্তি (স্বর্গের অমলপঙ্খ চিরকাল ফোটাতে চাই না)	১৪
এপিসোড (নিঃসঙ্গতা ভালোবেসে আমি এই অধঃসংসারে)	১৫
জীবন কইছে, দ্যাখো (জীবন কইছে, দ্যাখো কবিতার মতো স্নিগ্ধতার)	১৬
গ্রাম্য জীবন (গ্রাম্য জীবন কইছে আমাদের চারিদিকে আজও ।)	১৭
একাকী হ্রদয় (একাকী হ্রদয় কেঁদেছে কত না যুগ)	১৮
স্মৃতিচারণের গান (স্মৃতির রাখাল হ্রদের গোঠে-গোঠে)	১৯
স্মৃতির গোখুঁলি (কোথায় এলাম আমি । চারিদিকে স্মৃতি আর স্মৃতি ।)	২০
স্মৃতিপঙ্খ (স্মৃতির শব্দ বাজে স্মৃতির দুরারে ।)	২১
অজ্ঞাতবাসের লেখা (১. এই গাঢ় নীলবর্ণ আকাশের দিকে)	২২
(২. মেঘের ওপরে মেঘ, মেঘের ওপরে)	২৩
(৩. কাদো, বরো, বুকে নাও বৃদ্ধাক্ষের মালা,)	২৪
(৪. ডেউ দাও আকাশ্কার, ডেউ দাও অনুঢ়া যুবতী—)	২৫
মুকুর (হ্রদের অরণ্যের সব থেকে অধঃ শাখায়)	২৬
কল্পস্বপ্ন (অশান্ত নদীর বুকে ঢেউ ফুলে ওঠে)	২৭
যৌবন-যন্ত্রণা (অপেক্ষায়-অপেক্ষায় রাত্রি কাটে, প্রেমিক আসে না ।)	২৮
মধ্যমার্গ (অভিজ্ঞান যন্ত্রণার । প্রেমে আছে সন্দীপনী সুরা ।)	২৯
জন্মদিনের কবিতা (মণিকা, আমাকে তুমি কমা করো । এমন দুর্দিন)	৩০
প্রেমের কবিতা (ভুলে যাই প্রাণনীতা, ভুলে যাওয়া আমার স্বভাব ।)	৩১
কল্পাস্তিক (১. ফিরে এসো, ফিরে এসো, সোনারিল্লি, হৃদয়ের বাঁকে)	৩২
(২. আমাকে প্রেমের থেকে অপ্রেমের হাতে সঁপে দাও)	৩২
স্নানিন্দা-কে (১. যখন জমেছে গাঢ় নীল অন্ধকার)	৩৩
(২. দিনের ক্ষমতা নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির শিররে)	৩৩
নিহক লিরিক (বেসেছিলাম তোমাকে আমি ভালো ।)	৩৪
আপনমনে (আপনমনে ভাবতে-ভাবতে)	৩৫
হার, ভালোবাসা ! (ভালোবাসা,)	৩৬
আত্মজৈবনিক (আমার যৌবন ছিলো দু'কূল-দ্রাবিত-করা কবির পঙ্খের মতো—)	৩৭

আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে, (আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে নিবিড় ভালোবাসার)	৩৮
নিসর্গ-পাখি (উত্তরে হাওয়াও বখন তাকে কিরিয়ে দিলো,)	৪০
নিসর্গের গান ((১) নিসর্গের দিকে চেয়ে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা)	৪২
((২) কী-গভীর শান্তি তোর অঙ্গে-অঙ্গে স্থির হ'রে আছে)	৪৩
অবসান চাই আমি জীবনের (অবসান চাই আমি জীবনের, এই জীবনের)	৪৪
এমন নির্বিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি (এমন নির্বিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি)	৪৫
হৃদয় করবী (হৃদয় করবী ছিলো বনের বাগানে ।)	৪৬
রূপত্বকা (এ সেই রূপের ত্বকা । ওরে কালো মেয়ে,)	৪৭
কথা দাও (ওঁদিকে যাবেনা আর, কথা দাও, বোঁদিকে পাহাড়)	৪৮
উপলব্ধি (কিছুই আশ্চর্য নয়, পৃথিবীতে সমস্ত সম্ভব ।)	৪৯
একান্তে (বৃড়ো বটগাছটার বদেগী ছায়ার নিচে)	৫০
স্মৃতিস্মান (আমার মনের অতল গভীরে)	৫১
স্মৃতি (রক্তের গভীর জুড়ে স্মৃতি শব্দ কথা ব'লে যায় ।)	৫২
প্যুরোনো (আকাশ-বাতাস-নদী,)	৫৫
কবিতার লগ্ন (তারপর কী-করুণ দৃশ্যখানি প্রতিমূর্ত হ'লো)	৫৬
কবিতা-কলিকা (১ । দহন : সারাজীবন তোমার প্রাণে আগুন,)	৫৭
(২ । আয়না : সমস্তরাত তোমার চোখে আয়না,)	৫৭
(৩ । ষ্ঠিত : সারাটি দিন স্মৃতির কানে কথা বলা,)	৫৭
দ্রুতমা (এ-জীবনে যাকে আমি কেবলই খুঁজে বেড়াই,)	৫৮
অন্তর্পঞ্জী (আমি যেন নভোচ্যুত কোনো এক মৌন বাজপাখি ।)	৫৯
কোথায় হারিয়ে গেলো (কোথায় হারিয়ে গেলো সেইসব উজ্জ্বলভ দিন,)	৬০
যেখানে এখনো আছে (যেখানে এখনো আছে রূপালীর আঁকাবাঁকা চেষ্টে,)	৬১
কবিতা-চতুষ্টক ((১) মনে পড়া : আমার স্তন্যে আছে আজও সেই তপ্ত মরুভূমি ।)	৬২
((২) তোমার জন্য একটি প্রশ্ন : চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,)	৬২
((৩) জন্মের রহস্য আছে মৃত্যুর অধারে হ'রে লীন : জন্মের রহস্য আছে মৃত্যুর অধারে হ'রে লীন ।)	৬৩
((৪) মানুষের ইতিহাস : মানুষের ইতিহাস, সে কি শব্দ বৃদ্ধ আর বসন্তনার ভরা ?)	৬৩
জড়ের পরে (মেঘের চিকণ নেই আকাশের কোনোখানে আর—)	৬৪

প | রি | অ | ত | অ | ক | কা | র

PARISHRUTA ANDHAKAR

© INDRANIL CHAKRABARTI

নদীর শরীর ছুঁয়ে

নদীর শরীর ছুঁয়ে কোনো কথা বলোনা কখনো ।
নদী বড়ো প্রভারক, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঠিক নিরে বাবে
সেই কথা দিকে-দিকে, গ্রাম-গঞ্জ-শহর পেরিয়ে ;
হবেনা গোপন রাখা কোনো কিছ, যা লুকোতে চাও ।

নদীর শরীর ছুঁয়ে কোনো কথা বলোনা কখনো ।
নদী বড়ো অভিমানী ; দুইবেণী কিশোরীর মতো
মুখ সে ঝড়িয়ে নেবে, ফেরাবেনা শত অনুদয়ে ;
ভাগর দু'চোখ মেলে তাকাবেনা আর কোনোদিন ।

নদীর শরীর ছুঁয়ে কোনো কথা বলোনা কখনো ।
নদী বড়ো মারামারী, ছল ক'রে বৃকে টেনে নেবে—
বৃকেরও অতলে নেবে, ছলাচ্ছল যৌবনের টানে ;
নদীর নিকটে যেও, নদীকে ছুঁয়েনা কোনোদিন ।

নদীর শরীর ছুঁয়ে কিছ, বলা বড়ো ভয়ঙ্কর ।

জলের প্রতিমা : গজা

জলের প্রতিমা তুমি । শব্দ জল, ধ্বংস জলরাশি....
সেদিকে তাকাই আমি, গোড় থেকে গভাসাগরের
যে-কোনো স্থান প্রান্তে, তোমার প্রতিমা জাগরিত
জলের শরীর নিয়ে । কুলকুল কুলকুল করে
তোমার প্রাণের স্পর্শ জেগে থাকে আমাদের ঘরে ।
তোমার সন্তান আমি ; তোমার সঙ্গীতে মৃদুখরিত
আমার সমগ্র সত্তা ; জন্ম থেকে মৃত্যু-দিগন্তের
সব ঘরে খুঁজে পাই তোমারই অত্যান শব্দ হাসি ।

আমার রক্তের স্রোতে প্রবাহিত তোমার কল্লোল
আজও স্পষ্ট শুনতে পাই, শুনছেন একদা যেমন
আমার প্রপিতামহ কিংবা আরও আগের পুরুষ
আপন রক্তের স্রোতে কান পেতে ; একদা যেমন
শুনতে পাবে, আমি জানি, অনাগত যুগের পুরুষ
আপন রক্তের স্রোতে প্রবাহিত তোমার কল্লোল ।

পবিত্র শরীর নিয়ে আমাদের ছুঁয়ে বারেবারে
জলের প্রতিমা, তুমি ফিরে যাও জলেরই সংসারে ।

আ মরি মাতৃকামদী : গজা

প্রাণের গভীরে তুমি প্রবাহিতা রয়েছো জননী
অভীত আগামী জুড়ে ; আমাদের রক্তকণিকার,
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, স্বপ্নে, জাগরণে, প্রতি পদক্ষেপে
তোমার জননী-সত্তা স্পন্দমান কী-দীপ্ত আভার !
যত দৃশ্য চোখ দ্যাখে, যত শব্দ কান শোনে যত ধ্বনি—
সমস্তেই ব্যাপ্ত হ'য়ে আছো তুমি ; সারা দেহ ব্যোপে
যত তীক্ষ্ণ অনুভূতি জেগে ওঠে, যত তীর দাহ
এই মন পুড়ে ফ্যালে প্রতিফল, তোমার প্রবাহ
সব কিছুর হ'য়ে-হ'য়ে সাস্থ্যনার গান গেয়ে যায় ।

আমাদের জীবনের রক্তকর, বিপুল সংঘাত,
সব ক্লান্তি, সব দৃষ্টি, অস্তিত্বের সব হাহাকার,
তোমার স্নেহের স্পর্শে সুগভীর অর্থ খুঁজে পায় ।

আমরা নতুন ক'রে বেঁচে উঠি প্রতি দিনরাত—
সব স্বপ্ন খুঁজে পাই তোমাতেই আমরা আবার ।

স্বীকারোক্তি

দুঃখের অমলপদ্ম চিরকাল ফোটাতে চাই না
হৃদয়ের শান্ত হ্রদে ; কিন্তু অন্ধ, প্রমত্ত উল্লাস
পেতে চাই আমি এই পৃথিবীর কাছে ; না, চাই না
প্রাণের মেঘে-মেঘে অনামনা স্নাত দীর্ঘশ্বাস ।

দুঃখের ছায়ার পূরে কত দিন স্মৃতিচারণার
কেটেছে বিধূর সন্ধ্যা, স্বপ্নাঙ্কুর স্বপ্নের দুঃপূর ;
কত ইচ্ছা...কত স্মৃতি...অশ্রুকার তীর বেদনার
চেতনার বেহালায় বাজিয়েছে বেহাগের সুর ।

এ সকলই সত্য ছিলো একদিন ; কিন্তু আমি আজ
অন্য এক অভীশার অশ্রুধ্বনে মত্ত হ'য়ে আছি ।
অন্য এক মরীচিকা, হরতোবা মরীচিকা নয়
আমাকে ছ'য়েছে আজ ; জীবনের হারানো অশ্রু
ফিরে পেতে চাই, বুকি তাই নৈঃশব্দের কাছাকাছি
ব'সে থেকে পাঠ করছি জীবনের দিনান্ত-নামাজ ।

এগিসোভ

নিঃসঙ্গতা ভালোবেসে আমি এই অন্ধেব সংসারে
কিছুদিন বেঁচে থাকবো ; সবচেয়ে করুণ বিবাদ
বকুলমালার মতো ছন্দেরে গলার দোলাবো ।
সবচেয়ে গাঢ় সুখ খুঁজতে গিয়ে বস্তুলাকে পাবো,
জীবনের সবচেয়ে নিগূঢ় বস্তুলা...বে-নিবাদ
রক্তপ্রোতে চ'লে আছে, তার স্বপ্ন কে ভাঙাতে পারে ?

আমাকে প্রেমিক ভেবে ফাল্গুনের যুবতী পৃথিবী
মন্দারপদ্মের রেণু সারাদেহে অবহেলাভরে
মেখে আসবে সন্মিকটে ; আমি হবো বিবাগী বাউল ।
কাকনিবিলাসী হাওয়া চেতমার বাগানের ফুল
করারে, করাবে শব্দ ; অনন্ডবে এক চিরজীবী
মাতাল আনন্দচিহ্ন রেখে যাবো অমর্ত্য প্রহরে ।

তারপর একদিন চ'লে গেলে হয়তোবা কেউ
আমাকেই খুঁজে ফিরবে বৃকে নিয়ে আকাশ্কার চেউ ।

জীবন বইছে, তাখো।

জীবন বইছে, দ্যাখো কবিতার মতো স্নিগ্ধতার
আমাদের চারিদিকে । শোক-দুঃখ-বুঝা-ক্লান্তি-ভর
এক হ'য়ে আরু পাচ্ছে । গোখলির মেঘের পাহাড়
রক্তের রহস্যে রাতা—অশ্বকার রাস্তির আকাশ
কুটিল হিংসার মতো ভরফর । দীর্ঘ বারোমাস
পৃথিবীর পথ হেঁটে মানুষেরা এক যন্ত্রণার
পদাবলী গেয়ে চলেছে । অর্থহীন সব অবকর
দূর হ'য়ে তবু প্রাণে জন্ম নিচ্ছে প্রেম, মমতায় ।

স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছো এই সব স্মৃতির ভাসিক
জন্ম থেকে জন্মান্তরে অনুসৃত বেদনার মতো
আদিহীন অন্তহীন এক আত' ধ্রুব অবিরত
অশ্বকারে ঢেকে দিচ্ছে স্তনের সব ক'টি দিক ।

অথচ আশ্চর্য : এই জীবনের শেষ অশ্বকারে
আমরা সকলে দীপ্ত, এক হ'য়ে মরণের পারে ।

গ্রাম্য জীবন

গ্রাম্য জীবন বইছে আমাদের চারিদিকে আজও ।

ভেমনই হাসির শব্দে বলখল নতুন বউয়েরা
আসিছে শব্দমালায় ; তারপর বরকরার
হাঁড়িছে নিম্ন ন তা'রা । নীরবে নলীটি ব'হে যায়—
দুই তীরে বাড়ির কী-নরম ছায়া দিয়ে ঘেরা ।

মানের গোলায় পাশে চাষীদের ছেলের ভিড়
আগের মতোই আজও নেত্রস্থ কর ; নিশ্চয় দৃশ্যে
কিম্বার সমগ্র গ্রাম । আলস্যের বেহাগের সুরে
স্বপ্ন গ্রামের ছবি কী-গভীর, প্রশান্ত, নির্বিড় ।

হয়তো গ্রাম্য জীবন চিরায়ত । এসেছে ওদেশে
তাই তার একই রূপ । শব্দমালা কখনো-সখনো
সামান্য পরিবর্তন ঘটে তার ; কিন্তু অবশেষে
সে-চিরেও লুপ্ত হয়, ব্যাখ্যান থাকে নাকো কোনো ।

বইছে জীবন গ্রাম্য, আমাদের চারিদিকে আজও ।

একাকী জ্বর

একাকী জ্বর কেঁসেছে কত না যুগ
রাতির রঙ মেখে নিয়ে দই চোখে !
তাই দেখি আজো বিবীর্ণ করে যুক
যৌবনী মন কেঁদে ওঠে সেই শোকে ।

দূরত্ব প্রেম ফাটানুই অভিজ্ঞাষে
কবে যেন ভরে ছুঁয়ে গেছে এই প্রাণ ;
পৌষের ভোরে শিশিরসিক্ত ঘাসে
শোনা যায় তাই অনাহত সেই গান ।

যদিও এখন কিছুই পড়েনা মনে—
বিগত যুগের ঘোরিণী মৃতসাম
তবুও জাগায় আয়ত্ন গহন বনে
দুরযানী সেই স্মৃতির আতর্নাদ ।....

স্মৃতিচারণের গান

স্মৃতির রাখাল জনের গোষ্ঠে-গোষ্ঠে
আজও গেয়ে ফেরে কেনার সেই গান—
তাই জেগে আছে গোছালির রাঙা ঠোঁটে
প্রথম প্রেমের ঝৈরিণী সন্ধান ।

অনাহত সাথে ম'রে গেছে সেই কবে
দূর দিগন্তে দূরত্বের রেখা রেখে ;
ভব'ও আর'র নির্জন বৈভবে
বিগত স্মৃতিরা এখনো যায় যে ডেকে ।

একাকী হ্রদয় কাঁদে, হাসে খলখল ;
স্মৃতির প্রদাহ জ্বালে শূন্য বায়েবারে
বিগত ব্যথার দাউদাউ দাবানল
মনের বনের গহন অশ্বকারে ।

স্বপ্নের গোখুলি

কোথার এলাম আমি ! চারিদিকে স্নান আর স্নান ।
যত দূরে চোখ যায়, যত দূরে মনে-মনে বাই,
কেবলই স্নানের দৃশ্য... স্নান আর স্নান ; বৃষ্টি তাই
সে-ও আজ দূরে আছে মনে নিয়ে সংসারের রীতি
এই শান্ত শীর্ণতোরা নদীটির স্নান উপকূলে
তুফান আকুল হ'য়ে । এবং রজনীগন্ধা ফুলে
অতীতের চিহ্ন খুঁজে বীতরাগ ; কাগজের হাত
যদিও ছেঁয়নি তাকে, তবু দূর স্বপ্নের প্রপাত
ধরেছে অপর্যায় তার আত্ম দেহ আর মন
স্বপ্ন-দৃশ্য স্বপ্ন-প্রেমে ; বোঝনের সাম্প্রতিক
তাই সে গায়না আর । হারিয়ে, সে-ভুবনজয়
হ'লো না হ'লো না বৃষ্টি আর তার মৃৎ পলাবলী
বেঁধে নিয়ে ধু ধু রক্ত অনন্তব ।

যলো, আর কবে

স্বপ্নের গোখুলি তার দীপ্ত হবে মিলনী উৎসবে ।

স্মৃতি-শব্দ

স্মৃতির শব্দ বাজে স্মৃতির দুরারে ।
যৌবনের যন্ত্রণার মরু-পরপারে
তাকে খুঁজি ছুঁলে-হাওয়া পথে ;
কিস্মতির গভীর অন্ধকার হ'তে
হাওয়া আসে, হাওয়া ; আর,
চেতনার চারিদিকে জেগে ওঠে তাঁর হাহাকার ।

তবুও স্মৃতির শব্দ বাজে, তবু বাজে
অনুক্ষণ ; কাজে কিংবা অকাজের মাঝে
হরতো এখনো তাই তাকে মনে পড়ে—

একদা যে ফিরে গেছে একাএকা গান গেয়ে সন্ধ্যার প্রহরে ।

অজ্ঞাতবাসের লেখা

১.

এই গাঢ় নীলবর্ণ আকাশের দিকে
ভাকিয়ে-ভাকিয়ে আর দাঁচোষ ফেরেনা ;
রূপসরী প্রকৃতির রূপের নিরিখে
শব্দহুমায় বেড়ে যায় জনয়ের দেনা ।
অন্ধর মেঘের নৌকো দীপ্ত পাল তুলে
উড়ে যায় স্বপ্নময়, দূর হ'তে দূরে...
এই স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখে সব দঃখ ভুলে
শান্তি খুঁজে পায় মন উদাস দৃশ্যে ।

সব স্মৃতি স্তম্ভ আছে আকাশের নীচে,
সব ইচ্ছা ; ফাল্গুনের বিহ্বল আবেশ
অলৌকিক ফুল হ'লে প্রাণের নিখিলে
য়েখে যায় কী-গভীর স্মৃতিভিত রেশ ।

কোথাও বাবো না, আমি কোথাও বাবো না
এই দৃশ্য ছেড়ে, হুঁদ্রে মৃত্তিকার সোনা ।

২.

মেঘের ওপরে মেঘ, মেঘের ওপরে
হারা ফে'লে উড়ে যায় কালো প্রজাপতি—
আমি এই পৃথিবীর কবিতার ধরে
নামিয়েছি বিচ্ছেদের চিরন্তন বীতি ।
চেয়ে আছি শূন্যমানে আকাশের নীলে
সেই কোন্ অতীতের দিনরাতি থেকে ।
কত চিত্র ফুটে ওঠে স্মৃতির নিখিলে—
কত পাখি উড়ে যায়, ফিরে যায়, ডেকে ।

ঘাস-লতা-ফুল-ফল স্পর্শ করি ; আর,
বাঙলার গ্রামে-গ্রামে এলানো দৃপ্তরে
একাএকা পথ হাঁটি । মন কেনার
স্পর্শ পেয়ে মন কাঁদে বাউলিয়া সুরে ।

ফাগুনের গোখুলিতে লাজুক জোনাকি,
চাঁদের আলোর প্রোমে লজ্জা পার না কি ?

০.

কীচো, করো, বৃকে নাও রুম্মাকের মালা,
তবুও পাবে না শান্তি ; উদাস পৃথিবী
বখারীতি বোঁতে থাকবে অমল উদ্ভাসে ।
মান্দাস ভেলার ভাসবে কেউ-কেউ ; অনালা
তীর থেকে তীর হ'য়ে শব্দ কণজীবী
যৌবন পদাঙ্করে যাবে কামাতুর ঘাসে ।

কোন দূরধে যুক নেবে ? কোন দূরধে তুমি
ভোরের নদীর মতো নিশুরজতার
ব'হে যাবে অশ্বকার মরণের দিকে ?
আমি যে বিস্বহী বন্ধ ; মনে মরুভূমি
নিরে বাঁচি চিরদিন । তীর বেদনার
প্রেমের মল্যাকে খুঁজি শিল্পের নিরিখে ।

জীবনমৃত্যুর লগ্ন বসন্তগার কড়ে
কে'পে ওঠে বারবার অন্তিম প্রহরে ।

৪.

ঢেউ দাও আকাঙ্ক্ষার, ঢেউ দাও অনুচর যুবতী—
জীবনকে চিনে নিই ; পৃথিবীর সত্য ও অসত্য
সমস্ত মেলেই এক । বোঝনের প্রমত্ত দাবিতে
প্রত্যেকেই দিশেহারা, অথচ প্রেমের মূল্য দিতে
কুঠার অবশি নেই । হৃদয়ের গহন-গতীর
কামনার অতীপসার মজমান... উন্মাদ... অস্থির
যদিও বা সকলেই, ভবু দ্যাখো, রূপের হিংসার
প্রতিফল খুঁজে মরে যত্নহীন অস্থিরের দায় ।

প্রবৃত্তির শব তীর বিষে ভরা ; যারা একবার
স্পর্শ করে সেই শব, তাদের সমস্ত শৃঙ্খলার
মুহুর্তেই মৃত্যু হয়, ঝরে যায় রূপের বৈভব ।
পৃথিবীর কোটি-কোটি রূপসীর কামনার শব
স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, হে যুবতী, তোমার শরীরে ।

ঢেউ দাও, তীর ঢেউ, আকাঙ্ক্ষার মেঘনার তীরে ।

মুকুট

হৃদয়ের অরণ্যের সব থেকে অন্ধকার
আত্মপ্রসারী এক স্মৃতি সত্যবতী বস্ত্রভার মতো
নিখর বিষল সেই বীতরাগ বীতপ্রাণ কলে
আয়ু পায় । আর, রিক্ত মনাতরে বিরহের শব

নাতিশ্বেত উত্তরীয়ে ঢেকে রেখে, ভাবিষ্যের মালা
গেঁথে চলে প্রহরের শিলাপী । অব্যত নিখিলময়
পুষ্প-বৃক্ষ-বন-স্মৃতি-জন্ম-মৃত্যু, শিলা ও সভ্যতা
সমস্তই যেন গাড় আকাংক্ষার নিষ্ফল রোদন ।

অর্পিত হৃদয় তবু খোঁজে তাকে হারানো সংকেতে
আত্মস্মৃতি দিনান্তের উপকূলে ; বিলুপ্ত আগ্নেয়
ম'রেও মরে না । হায়, নর্মদাহ অনাদি আদিম
কামনার দায়ভাগে বেঁচে থাকে ঐহিক কদম্ব ।

কল্পস্রব

অশান্ত নদীর বদকে ডেউ কুলে ওঠে

আমার ইচ্ছার মতো ;

আর, মল্লিকা ফুলেরা সব ফোটে

জলের উঠানে বাগানে ।

বুঝি তাই আজও অবিরত

ঢেউরে-ঢেউরে ভেসে যাই স্মৃতির উজানে ।

কখনো দূরত্বের দায়ে

সবকিছু জ্বলে-পুড়ে যায় ।

কিন্তু তবু মনে হয় : ভালো, ঢের ভালো

সে-আগনে পুড়ে মরা ; দূরন্ত প্রবাহে

বাসনার নীল শব বস্ত্রণার নদীতে হারান—

তবু সেই কল্পস্রবে দূই চোখে নামে স্নিগ্ধ আলো ।

যৌবন-বসন্তা

অপেক্ষার-অপেক্ষার রাত্রি কাটে, প্রেমিক আসেনা ।
দক্ষিণের গম্বুজের বাগানের বেলী-চাঁপা-হেনা
একে-একে ক'রে বার কাগজের বিকল প্রহরে ।
যৌবন-বসন্তা কীদে আশাহত হ্রদের ঘরে ।

মধ্যরাতে হাওয়া আসে দিগন্তের পরপর থেকে ;
হাওয়া এসে ভেঙে পড়ে চোখে মূর্খে, সমস্ত শরীরে—
পূর্ণিমার মস্ত জ্যোৎস্না বিরহাত' স্বপ্ন দ্যায় একে
হ্রদের স্তম্ভ সাথে, বাসন্তিক বাসনাকে ধীরে ।

প্রেমিক আসেনা তবু ; প্রতীকার-প্রতীকার কাটে
দুঃখিত প্রহরগুলো । অগভীর বিষাদের সুর
মনের সেতারে বাজে থেকে-থেকে দীর্ঘ রাত্রি ধ'রে ।

অবশেষে সূর্য এসে স্পর্শ করে রাত্রির কপাটে ।

সব সাধ মূছে ফে'লে, স্নিগ্ধ ভোরে, বেদনাবিধুর
রৌদ্রালোকে তার অশ্রু শিশিরের মতো ক'রে পড়ে ।

মধ্যমি

অভিজ্ঞান মন্তনার । প্রেমে আছে সন্দীপনী সুরা ।
মজ্জমান হৃদয়ের চারিধারে শোফের পাতাল
রচিয়াছে চক্ৰবাহু ; কবে এই অশ্বকার থেকে
মুক্তি পাবি, রে আমার বোবনের আকাঙ্ক্ষা মাতাল ?

একের কেনা যেন অন্যের চপল করুণ ;
অভীপ্সার ধারাপাতে স্নিগ্ধ হয় আদিম মন্তনা ।
মৃত্যুর কুহকে তবু অবচীন আগামী অতীত—
এবং বোবনে যেন অর্ধবহ শব্দই মন্তনা ।

তবু তাকে ব'লে দিও, হে আমার নিঃসঙ্গের মন—
তাকে চাই, তাকে চাই....। নিরন্তর নির্দেশের দাহ
তাকেই রেখেছে জেদে বোবনের জ্বলন্ত অঠরে
অহর্নিশ । (আকাঙ্ক্ষার সমুদ্রে কী-উত্তাল প্রবাহ !)

মৃত্যুকে শিররে রেখে যে-সেরেটি কানে অবিরত,
প্রণয়ে বিনষ্ট সে-ও আত্মপ্রসারী অমিতার মতো ।

অন্নদিনের কবিতা

মণিকা, আমাকে তুমি কমা করো । এমন দুর্দিন
জীবনে আসেনি আর ; চেতনার নৌকোর মাস্তুল
ভেঙে গিয়ে আকাশকার কী-বিপুল সমুদ্রের বৃকে
নির্বাসিত হ'য়ে আছি । চতুর্দিকে স্মৃতিচিহ্নহীন
উত্তাল ঢেউয়ের নৃত্যে হারানো দিনের শত ভুল
শেল হ'য়ে বৃকে বিবধে যৌবনের গভীর অন্তরে ।

স্বপ্নগুলো ভেঙে যাচ্ছে প্রতিদিন নির্মম আঘাতে
স্বপ্নঘাতী পৃথিবীর । বলদ্বিত জীবনের দাবি
অধনা, জাস্তব অতি । প্রবাস্তির তীর হাহাকার
টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ছে কামনার হিল্লো তীক্ষ্ণ দাঁতে
প্রতিটি মূহুর্তে আজও । একমনে তাই শব্দ ভাবি :
কোথায় হারালো শব্দ কৈশোরের শান্ত অঙ্গীকার !

মণিকা, তোমার মনে অতীতের কোনো স্বপ্ন-ছায়া
দাউদাউ শিখা হ'য়ে জ্বলে না কি প্রতি দিনরাত
অস্থির স্মৃতির মতো ? কোনো সাম্প্র আর্তি ধরোখরো
আবেগের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কাঁপায় না দেহ ? কোনো মায়া
যৌবনের পিপাসায় হানে না কি ফসরে আঘাত ?

মণিকা, আমাকে তুমি এই সব ভেবে কমা করো ।

শ্রোতব্দের কবিতা

ভুলে যাই প্রাণনীতা, ভুলে যাওয়া আমার অভাব ।

রক্তের গভীরে প্রুত প্রবাহিত তাঁর ইচ্ছাগুলো
আমাকে কাদার আজও ; বৌবনের অনন্ত অভাব
ধরনের গভীরে টেনে নিয়ে যার । বীতশ্রদ্ধ মূলো
যেমন ধূসর চেয়ে উড়ে-উড়ে-উড়ে-উড়ে আত্মমুগ্ধ হয়,
আমার হৃদয়ও আজ তেমনই তন্ময় ।

বিমুগ্ধ ইচ্ছার লগ্নে তোমাকে পাই না ।
সম্পূর্ণ ফাল্গুনমাস নিরর্থক, ব্যর্থ হ'য়ে আসে
বিপ্রলম্ব হাহাকারে ; অমাবস্যা অন্ধকারে যে-করুণাহীনা
ভুলাগুলো শরীরের রম্ভে-রম্ভে জ্বলে ওঠে, ভালোবাসে
ভরষার প্রেমে, কামে, দাবানলে—স্মৃতির প্রান্তরে
সেই সান্ত্বিত ভুলাগুলো নিরন্তর ঘর ভাঙে, গড়ে ।...

চিরদিন একইভাবে বেঁচে থাকা বিরহের মতো
বেদনাবিশ্বর ব'লে মনে হয় ; অথচ তোমার
সুন্দর বিষর মূখে কত স্বপ্ন খুঁজে পাই আমি অবিরত !
কত ছবি, বাসনার কেনার কত হাহাকার
তোমার আয়ত চোখে জ্বলে উঠে ফের নিতে যার ।

আমাকে কাদার আজও, প্রাণনীতা, প্রেমিক ফাল্গুনমাস
আমাকে কাদার ।

কল্পান্তিক

১.

ফিরে এসো, ফিরে এসো, সোনালিরা, হৃদয়ের বাঁকে
হারিয়ে বেওনা আর । আমার চোখের শান্ত হুসে
কত জল, একবার চেয়ে ব্যাখ্যো চোখ মেলে । তুমি
এবার অপ্রেম থেকে চিরতরে প্রেমে ফিরে এসে
আমাকে বিনিষ্ঠ ক'রে তোমার হৃদয়ে নাও । যাকে
এতকাল যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী ক'রে তুমি
সুখী ছিলে, এইবার দেহেমনে তাকে ভালোবেসে
মর্দিত দাও, থামো তার মনের উঠানে ভীরু পদে ।

২.

আমাকে প্রেমের থেকে অপ্রেমের হাতে সঁপে দাও
এইবার, সোনালিরা । 'এজেলিরা' ফুলের মতন
হৃদয়ে সৌরভ ছিলো যত, এইবার মৃদু নাও
তোমার হৃদয়ে ; আমি দৃষ্টির পাতালে নেমে, মন
কাম্যের প্রমুগ্ধ করি । তারপর আকাশের চোখে
চোখ রেখে, মন রেখে সমুদ্রের অভল গভীরে—
প্রেমের প্রগাঢ় ছবি মৃদু কেঁলে, অনিরুদ্ধ লোকে
একাএকা বিস্মৃতির একক আগ্রহে যাই ফিরে ।

স্মৃতি-ক

১.

যখন জমেছে গাঢ় নীল অন্ধকার

হৃদয়ে আমার,

ভ'রে গেছে রাত্রিদিন বিপ্রলম্ব দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসে,

তখন যে কে আমার এমন নিবিড় ভালোবাসে,

জানিনা জানিনা, আছা !

স্মৃতি-ধা, স্মৃতি-ধ তোর মন

আমাকে ছ'য়েছে যেন ফাগুনের সন্ধ্যার মতন ।

২.

দিনের মমতা নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির শিররে

আমার বিনীত প্রাণ ;

জানি আছে তোর প্রেমে স্মৃতি অফুরান ।

যুগ যুগ ধ'রে

সেই স্মৃতি আমাকে যে কত ব্যথা হানে

বার্ষিক দুর্নিবার গানে !

তাইতো স্মৃতি-ধা আজও মন দেখি ; যদিও আমার

বিষর চোখের কোলে জ'মে থাকে যন্ত্রণার কালিমা অপার ।

মিছক মিরিক

যেসেঁহিলার তোমাকে আমি ভালো ।
কিন্তু সেই ভালোবাসার দাবি
মানেনি কেউ, মানেনি সংসার—
আজকে কেবল সেই কথাটাই ভাবি ।

চলেছিলাম তোমার পাশে একা
আপনমনে বিজন সন্ধ্যাবেলা ;
হঠাৎ দেখি দূরের আকাশ বোপে
নিবিড় কালো সজল মেঘের খেলা ।

হ'লোনা যাওয়া, হ'লোনা যাওয়া সখি
সেদিন সাক্ষে তোমার কাছে আর ;
অথচ প্রাণে গভীর তৃষ্ণা ছিলো
এবং প্রেমের লাজুক অঙ্গীকার ।

হবেনা যাওয়া, হবেনা যাওয়া সখি
তোমার কাছে জীবনে বৃষ্টি আর ;
তাই কি তোমার স্মৃতিতে খুঁজে-খুঁজে
হারিয়ে গেলো আমার সব, আমার সংসার !....

আপনমনে

১.

আপনমনে ভাবতে-ভাবতে

ভাবতে-ভাবতে

ভাবতে-ভাবতে যদি,

হঠাৎ পেরোই তোমার মনের ভালোবাসার নদী।

হঠাৎ যদি তোমায় আমি আলতোভাবে ছঁই,

একটু ছঁই

একটু ছঁই

একটু যদি ছঁই.....।

২.

আপনমনে গাইতে-গাইতে

গাইতে-গাইতে

গাইতে গাইতে যদি,

পেরিয়ে যেতাম তোমার মনের আবেগভরা নদী।

হঠাৎ যদি তোমায় আমি নরমভাবে ছঁয়ে,

একটু ছঁয়ে

একটু ছঁয়ে

একটু যদি ছঁয়ে,

হারিয়ে যেতাম তোমার মনের সুন্দর পথের বাকি—

তবে কি তুমি সাড়া দিতে আমার গানের ডাকে ?

হার, ভালোবাসা !

ভালোবাসা,

তোমার মূখ, তোমার মূখের স্থান ছবি
মনে পড়লে

দূখ হয়, দূখ হয়..

দুই চোখে ফেটে জল আসে :

করুণ পুরোনো দিন,

পুরোনো করুণ দিন,

দূর হ'তে ভেসে আসে অতীতের চেনা গন্ধ নিয়ে—

হাওয়া কাঁদে ভগ্নকণ্ঠে, দূখের রাস্তির সাক্ষী হাওয়া ।

ভালোবাসা,

এই সব স্মৃতি আজ মনে পড়লো মূসর সন্ধ্যায় :

যখন একাকী

ধূলোয় আকীর্ণ হ'রে গ্রামের রাখাল বালকেরা

ক্রান্ত পায়ে ফিরে এলো নিজ নিজ ঘরের দাওয়ায় ;

গাভীগুলো নতমুখী, হাম্বারব খেমেছে যখন,

যখন আকাশ জুড়ে ঘুটে উঠলো

একটি দূ'টি ভিনটি ক'রে শত লক্ষ তারা,

তখন তোমার মূখ, তোমার মূখের স্থান ছবি

মনে পড়লো, মনে পড়লো,

হার, ভালোবাসা !!

আন্তর্জৈবিক

আমার যৌবন ছিলো দ্রুত-প্রাণিত-করা বর্ষার পশ্মার মতো—

ভরপুর উদ্দাম এবং টালমাটাল ।

অবাধ্য শরীর কিহুতেই স্বাস্থ্যের শাসন মানতো না,

মন মানতো না নীতির অনুশাসন ;

অদম্য আনন্দে জীবনের খাঁড়ি কেঁরে-বেঁরে

এগোতে-এগোতে তা কেবলই উজ্জ্বলিত হয়ে উঠতো ;

এক-এক কদমে যেন পাড়ি দিতো শত লক্ষ সহস্র যোজন ।

উত্তর চাঁপে পৌঁছে আজ ভাবি : কোথায় হারালো

সেই উজ্জ্বল যুবক, যাকে ঘিরে অজস্র গুঞ্জন

এককালে শোনা যেতো ইতস্তত—বন্দ্যমহলে,

কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ার, কাকি হাউসের মঞ্চের সম্মার,

কির্বা কন্যাশ্রমের প্রশস্ত চত্বরে

কিংবা ছোটোবড়ো নানা পল্ল-পাটিকার সম্পাদকদের বৈঠকে ।

আর, বার কানে এসে হঠাৎ হঠাৎ পৌঁছোতো

হরতো কোনো প্রবীণ কবির আকস্মিক উলসাহিত বাণী ।

কোথায়, কোথায় আজ সেদিনের যুবক সে-কবি ?

এইবার হঠাৎ একদিন আমার যৌবনের প্রেরণী কলকাতাকে ছেড়ে

কোথাও পালিয়ে যাবো বহুদূরে, ফিরবো না আর কোনোদিন ।

সবে-পাকতে-দুর্দু-হওয়া একমাথা এলোমেলো ঘন চুল নিয়ে

মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে,

মুখ ধুই চক্ষু মেলে এক আকাশ তারা গুলতে গুলতে,

হরতো ঘুমিরে পড়বো অশ্রুকার সেই ঘুমে—

যেই ঘুম থেকে কেউ কোনোদিনও জাগেনি কখনো ।

আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে

আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে নির্বিড় ভালোবাসার
কিজন উপকূলে তোমাকে একান্তে পাই,
তোমাকে একান্তে পাই ।

হ্রসবে অগ্নের নদী বোঝনের কুলপ্রাণী অনন্ত ব্যথায়
উথালপাথাল হ'রে ছুটেছে ঘর-ভোলা বাড়লের মতো,
গিরে মিশছে স্মৃতির বিপ্লব স্রব্দে মোহানায় ।

কেউ নেই আজ আমার কাছাকাছি ; কেউ নেই, কিছু নেই ।
বাসনার সাতরঙা নৌকোখানিত আর টলছে না
দমকা হাওয়ার ;

আমি আজ ব'সে আছি নিদারুণ দুঃখের সময়ে ।
চারদিক ভ্রমশই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে,
একটি-দুটি ক'রে পথকেরা ফিরে আসছে যার-যার ঘরে ;
ঘরে ফিরছে চতুর্দিক গোখলির অস্পষ্ট আধারে ।
দূরে-দূরে কোপে ঝাড়ে কি'কি'গুলো জ্বলছে নিভছে ...
নিভছে জ্বলছে । আর, কাউয়ের নিষ্কর্ম নিঃসঙ্গ কামা
আমার অস্তিত্বের কামার সাথে
মিলেমিলে একাকার হ'রে যাচ্ছে ।

আমি যাবো । পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার চোঁটে ভেসে-ভেসে
 গিরে দেখে আসবো তোমার সে রূপকথা-দেশ,
 যেখানে পাখির ডাকে ভোর হয়,
 পাখির ডাকে সন্ধ্যা নেমে আসে ।
 (মনে-মনে এই ইচ্ছা এতদিন ছিলো ।)
 অথচ, আশ্চর্য, আজ ভালোবাসার তুফান
 আমার কাছে কী-দুঃসহ ঠেকছে ।
 এর দাহ আমি আর সহিতে পারছি না, কহিতে পারছি না ।
 এক-একবার যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাচ্ছে ;
 আর, কী জানি কেন, কেবলই মনে হচ্ছে :
 এইবার আমি ঠিক মরে যাবো, মরে যাবো ।
 আর তারপর,
 মরণের পরপারে,
 বিমুখ ইচ্ছার লোনে,
 হৃদয়ের স্রুতলোকে,
 আমি তোমাকেই একান্তে ফিরে পাবো,
 একান্তে ফিরে পাবো ।...

মিসর-পাখিক

উড়রে হাওয়াও যখন তাকে কীরিয়ে দিলো,

তখনও সে দাঁকপে গেলো না—

সে কেবল নৈকট কোণের দিকে এগোতে থাকলো ।

সেখানে কড়ের সংকেত ছিলো,

ছিলো কজার তান্ডব ;

একটা বিপ্লব বাত্যাবাহের সম্ভাবনার

সে দিকের স্বর্গ-মর্ত্য-চরাচর

বিস্ফারিত চক্রে মে'লে রুদ্ধশ্বাস মূহুর্ত গুনছিলো ;

আর, গর্ভিণী প্রকৃতি যেন ঋতুদলের প্রসববাথাকে

আপন অস্তিত্ব থেকে নিংড়ে-নিংড়ে দাঁশদিকে ছাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ।

অথচ, তবুও সে বিরত হ'লো না,

বিরতি নামলো না তার অবিরাম অবিরাম পাখিকবৃত্তিতে ।

পথের গেরুয়া ধুলো,

গেরুয়া ধুলোর পথ,

অদৃশ্য মারায় বেঁধে

তাকে নিয়ে কেবলই ঘুরতে থাকলো

এদিকে ওদিকে, এপাশে ওপাশে, এখানে সেখানে ।

উঁচুনিচু, ভাঙাচোরা, এবড়ো খেবড়ো মাটি,

কোদাল-কোপানো মাটি,

চাবীর-লাঙলে-চেরা জরাজীর্ণ মাটি,

রুদ্ধ কাকরূপ, খোয়াইয়ের অসমবিস্তার—

আর ঘরে,

কহু ঘরে,

যেন দিকচক্রবালরথাকে ডিঙিয়ে

উর্মিল জলের ঢল,

(কিশোরী মেয়ের মতো ব্যাকুল, চকল ;)

কানকন,

কাউকন,

সন্তপনীকন,

আম-জাম-কাঠালের পল্লবের ছায়া,

আর মায়া.. বন মায়া.. অবগাঢ় মায়া.

তার ভূষিত বৃ'চোখের সামনে

বেন বৃ'ক্ষিনী মায়ের জীর্ণ শাড়ির শীর্ণ আঁচল বিছিয়ে দিলো ।

তাই,

আর কোনোদিকে না গিরে

সে কেবল নিসর্গের দিকেই এগোতে থাকলো ॥

নিসর্গের গান

(১)

নিসর্গের দিকে চলে ফুলের সমস্ত কেনা
ভোলা যায় ; আমাদের জীবনের গভীর ক্ষতের
আরোগ্যের মস্ত আছে নিসর্গের গভীরে নিহিত ।
এই সত্য জানি আমি সারাদেহ সারামন দিয়ে ;
সারাদেহ সারামন, সারামন সারাদেহ দিয়ে
এই সত্য জানি আমি, এই সত্য জানি, আমি জানি ।

আমাকে করুণা করো, হে আমার নিসর্গ জননী ।
পৃথিবীর পথে-পথে বহুদিন ধূরে-ধূরে আজ
ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি বড়ো
সমস্ত অস্তিত্বময় , মানুষের নিম্নময় সংসারে
বহু রাত বাস ক'রে আমি আজ বিচলিত বড়ো ;
বিচলিত, বিচলিত, আমি আজ বিচলিত বড়ো ।

অথচ জননী, তুমি বিচলিত চৈতন্যের গান
জাগিয়েছো সারাদেহ, জাগিয়েছো সারামন জুড়ে ;
শরীরের রম্বে-রম্বে, ফুলের আনাচে-কানাচে
কী-বিপ্লব আলোড়ন, কী-বিপ্লব প্রাণময় ধ্বনি
তোলপাড় হ'য়ে ওঠে, যদি আমি শব্দ একবার
দুই চক্ৰ মেলে চাই নিসর্গের বিপ্লব প্রান্তরে ।

এবং হয়তো তাই পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে
কবিতা রচনা করা অনারাসে এখনো সম্ভব ।
মানুষের যৌনতার চরমার ক্ষুধিত পাব্যে
নিসর্গ এখনো তাই স্পর্শ করে প্রথম প্রেমের
সম্মাহীন মমতার ; জীবনের সব অস্বকার
আলোর প্রতীক হ'য়ে কুটে ওঠে নিসর্গের গানে ।

(২)

কী-গভীর শান্তি তোর অঙ্গে-অঙ্গে স্থির হ'য়ে আছে
নিসর্গ-জননী, জানি । আমি তোর স্নেহের ছায়ায়
আজন্মের কণ নিয়ে বেঁচে আছি জন্মজন্ম থেকে ।
মানুষেরা বড়ো হিংস্র, আমি জানি , দৃখে পিপাসায়
সাহসনার ঠাই নেই লোকালয়ে ; স্নেহকণ্ঠে ডেকে
ভুলেও বলেনা কেউ 'এসো এসো, আমাদের কাছে' ।

অথচ আরোগ্য আছে তোর ওই হৃদয়ের মাঝে
মানুষের জীবনের বেদনার -সমস্ত ক্লান্তির ।
যদিও স্বভাবক্রুর মানুষেরা কখনো এ-কণ
স্বীকার করেনা, তবু তোর স্নিগ্ধ বেদনারিংশ
কণপলোকে ফিরে গেলে, মানবিক স্বপ্নের নির্বিড়
শাখাধারী তীর হ'য়ে প্রত্যেকের হৃদয়েই বাজে ।

অস্তিত্বের অন্তর্গত যন্ত্রণায় এই শতকের
নরনারী—বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই চঞ্চল, অস্থির ;
কী-এক অজ্ঞাত তৃষ্ণা বৃকে নিয়ে দিনযাপনের
গ্রানি বয় প্রতিফল । লক্ষ্যহীন এই শতাব্দীর
অঙ্গে-অঙ্গে কার্শন জমে বস্ত্রের কোণে, দীর্ঘ-বাসে ;
ভ'রে গেছে স্বর্গমত্য লুপ্ততার বিষাক্ত বাতাসে ।

ফিরে যাবো হে জননী, আমি তোর স্নেহের আশ্রয়ে ।
ফিরে যাবো পুনবার প্রাণে নিয়ে দীপ্ত আশাবাদ —
যেহেতু সাস্থ্যনা আছে আমি জানি, শব্দমাত্র তোর
শান্তিময় দ্রুতীর্ষে । তোর স্বপ্ন, চিন্তায়, বিভোর
যে হয়েছে একবার, সে পেয়েছে জীবনের স্বাদ ;
দৃখে ও অপ্রেমে শান্তি পেয়েছে সে সমস্ত সময়ে ।

অবসান চাই আমি জীবনের

অবসান চাই আমি জীবনের, এই জীবনের
অবসান চাই আমি । অস্তগত সেই কামনার
সমর্পিত দিনরাতি মূছে থাক, অনহনের
সব চিহ্ন ধুয়ে যাক ; অপ্রেমের গভীর বাথায়
নিজেজে রাঙাবো আমি, যেমন রাঙায় নীলাকাশ
দিনাক্ষের স্থান সূর্য ; আমি আজ মৃত্যুকেই চাই ।
কারণ কবির কাছে জীবনের এই হতাশাস
সহ্যের অতীত ; (এত দুঃখ আর কিছতেই নাই ।)

অবসান চাই আমি জীবনের । নিষ্ঠুর ঈশ্বর,
কোনখানে আছো তুমি ? জগত ও জীবনের শাদ
বিস্মৃত হয়েছি আজ । কবিতার নিকলুষ ঘর
ভেঙে গেছে সংসারের রুরতায় । অতল বিষাদ
আমাকে করেছে বন্দী অশ্বকার সেই কারাগারে—
যেখানে কবিরা কাদে চিরদিন ব্যাপ্ত হাহাকারে ।

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি
আকাশের দিকে । এই সমর্পিত আত্মর আকাশ
সমস্ত শান্তির উৎস ; ধীরস্থির রাস্তা দীর্ঘশ্বাস
মধ্যরাত্রে ভেঙে পড়ে হাওয়া হ'য়ে সব দুঃখকামী
কবি ও শিল্পীর দেহে ; জীবনের ব্যাপ্ত অশ্বকরে
আলোর রূপক যেন ওই নীল আকাশের ছবি ।
যত দেখি তত ভুবি আমি সেই তীর হাহাকারে,
দেখে দেখে মৃগ হই ওই নীল শান্ত ভাবছবি ।

অনেক ঘুরেছি আমি একাএকা স্বদেশে বিদেশে —
অনেক দুঃখের আদ প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মতো
জীবনে পেয়েছি আমি । স্তবরের গভীরে অক্লেশে
বিষ জমা ক'রে গেছি ; দুঃখ আছে, দাহ আছে যত,
সমস্ত নিরেছি বৃকে, বৃক পেতে একাএকা ; একা
লুটিকরে রেখেছি প্রাণে আকাশের দীর্ঘ স্বপ্নরেখা ।

হলুদ করবী

হলুদ করবী ছিলো বনের বাগানে ।
বনের বাগানে নয়, মনের বৌটার
ফুটোছিলো যেই ফুল, তার গানে-গানে
জীবন মধুর আজ বিধুর সন্ধ্যায় ।

এখন জীবন বড়ো মৃদুমন্দ লগ্নে
ক্রমাগত ব'হে যার অস্ত্রিমের দিকে ;
এবং মৃত্যুর বোধ ক্রমে কয়ে-কয়ে
নতুন ব্যাখ্যাকে খোঁজে সত্যের নিরিখে ।

এখন গোখলিল্পন আমার আয়ুর ;
তথাপি আনন্দে আছি দক্ষিণা বায়ুর
স্পর্শ নিয়ে চোখেমুখে, স্পর্শ নিয়ে প্রাণে—
যেহেতু করবী আজো মনের বাগানে
যথারীতি ফুটে আছে গন্ধ বৃকে নিয়ে
আমার জীবনপাত্র সুধায় প্লাবিত ।

রূপতৃষ্ণা

এ সেই রূপের তৃষ্ণা । ওরে কালো মেয়ে,
তোর ওই দীর্ঘ আঁখিপল্লবের চেনে
আর তো দেখিনা কিছু বেশি মনোহর ;
তোর ওই অশ্বকার শরীরের কড়
আমাকে উদ্দাম করে প্রতি দিনরাত ;
তোর ওই মদ্যাস রূপের প্রপাত
হিরন্ময় হ'য়ে করে আশ্রয়ে আমার ;
আমার তৃষ্ণার তাই নেই পারাপার ।

এ সেই রূপের তৃষ্ণা । ওরে বোকা মেয়ে ,
তাই তোকে ভেবে-ভেবে দুই চক্ষু ছিঁড়ে
অশ্রুর প্রাবল নামে ; স্মৃতির রতন
প্রাণে ব'য়ে ফুলে-বাওয়া শোকের মতন
উদয়াস্ত ঘুরে মরি জনারণ্যে, ভিড়ে --
তোকে খুঁজে, তোকে খুঁজে, ওরে ভীরু মেয়ে ।

কথা দাও

ওদিকে যাবেনা আর, কথা দাও, যেদিকে পাহাড়
রুমল উদ্ভাস হ'য়ে মিলে গেছে স্থির নীলিমার—
অথবা ভৌতিক কোনো জলাভূমি সান্দ্রপেণে যার
আচ্ছন্ন ঘনের মতো বেঁচে আছে, মৃত্যুর তুফানে ।

ওদিকে যাবেনা আর কোনোদিনও, কথা দিতে হবে
আমাকে তোমার আজ ; কেননা সমূহ সর্বনাশ
অন্যথার অনিবার্য । এবং সে ঘূর্ণিত রোরবে
দিগ্বিদিক পূর্ণ হবে, পূর্ণ হবে ক্ষুধিত বাতাস
ভয়ঙ্কর হাহাকারে, যদি তুমি ওই দিকে যাও
আমাকে একাকী ফেলে অকিঞ্চাসী বিপুল অধারে
যৌবনের মধ্যরাত্রে, সব স্মৃতিপবনের নাও
যখন স্রুষ্টির লগ্নে ফিরে আসে আজও বারেবারে ।

অতএব কথা দাও, ওদিকে যাবেনা তুমি আর—
যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সম্মোহন মৃত্যুর পাহাড় ।

উপলব্ধি

কিছুই আশ্চর্য নয়, পৃথিবীতে সমস্ত সম্ভব ।
বড়ই অলীক বলে মনে হোক, অক্লান্ত নিরীতি
দিকসরাতির সব বিবরণ ও কলংকিত রীতি
জ্ঞান উজ্জ্বল করে রেখে যায় শোকের বৈভব ।
বৃথা নয়, অপ্রাপ্ত বৃথা নয় ; বৃথার সমীপে
উপনীত প্রতিফল আমাদের বৃথা-ক্রান্তি-ভর
মমতার হীনতার ।

কী-আশ্চর্য, যমের বিজয়-
চিহ্নের মশাল তবু প্রজ্বলন্ত ত্বকার প্রদীপে ।
অথচ নিবৃত্তি নেই অন্তহীন এই প্রবৃত্তির ;
আকাঙ্ক্ষার আরণ্যক অশ্বকারে শ্বাপদের কুখা
য়েথেকে কিম্বদন্তি করে চৈতন্যের বিদীর্ণ বস্ত্রধা ।
ইচ্ছার স্রোতের টানে উল্লসিত উদ্দাম, অস্থির
আমরা সবাই ; তবু জীবনের অশ্লীল প্রবাহ
একভাবে বঁচে চলে বৃকে নিয়ে তাঁর ময়দাহ ।

একান্তে

বুড়ো বটগাছটার স্বদেশী ছায়ার নিচে
অন্তহীনতার রহস্য নিয়ে সাদা এক নদী
একলা বইছে, বইছে কালো বাতাস ;
হৃদয়তা তার সর্বাঙ্গে, রোদের স্নেহের মতো ।
কার ঠান্ডা কণ্ঠস্বর শূনে-শূনে
স্মৃতি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে
হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো তার প্রত্যাশার সর্বস্বতা নিয়ে ?
আর, বটগাছটার পাতায়-পাতায়
একটোনা গভীর মর্মর করুণায় প্রতিস্মৃত যেন ।
আর, অন্যদিকে এক চিরকিশোরের
রূপমণ্ডন দু'টি শান্ত অপরূপ চোখ
ওই বুড়ো বটগাছটার নিবিড় ছায়াকে ভালোবেসে
সব কিছ্ ভুলে গেছে ;
তাই প'ড়ে আছে নদীকূলে,
প'ড়ে আছে একান্তে ।....

স্মৃতিস্নান

আমার মনের অতল গভীরে
তোমার অনন্য স্মৃতির নীরব উপস্থিতি
আজও কী দুঃসহ যন্ত্রণা ছড়ায় !
অকূল দিগন্ত জুড়ে অশ্বকার ঘন কালো মেঘ
ঢেকে দায় হিমশীতল মনের আকাশ ;
আর,
দীপ্ত চেতনার উত্তাল সমুদ্রে
আনে কী-যে প্রমত্ত জোয়ার ।

রক্ত আর ষেদে ভেজা অগ্নিগর্ভ দিন
আর তাঁর অবসাদে উদ্ভাসিত রাত
পাড়ি দিয়ে
তাইতো এখনো আমি
তোমার স্মৃতির হৃদে নেমে স্নান করি ;
স্নান করে ঘন্য হই
এবং পবিত্র ।

স্মৃতি

রক্তের গভীর জুড়ে স্মৃতি শুধু কথা বলে যায় ।

অশ্রুকার আত'নাতে দুই তীর ভেঙে-ভেঙে নদী
কেমন ক্রমশ ছোটো নিরুদ্দেশ মোহানার দিকে,
সমস্ত স্মৃতিও তেমনি অকত'হীন আশা-নিরাশার
জন্মের মূহূর্ত থেকে মরণের সীমান্ত অবাধ
নিরুচ্চারে ব'হে যায় অবগাঢ় দুঃখের নিরিখে ।

এইমতো বেঁচে থাকা স্মৃতি নিয়ে বুকের গুহায়,
এইভাবে আরু'ক্ষয় দণ্ডে-দণ্ডে, পালে-অনুপালে,
অনর্থক আত্মহত্যা, বিপরীত বিকোভে বী'স্যায়
মাঝে-মাঝে বড়ো তীর কেনার শোক হ'য়ে জ্বলে
বিপন্ন অস্তিত্ব বোলে ; মনে হয় : প্রতিটি প্রহর
ছি'ড়েখুঁড়ে ফ্যালে যেন স্মৃতিগাঢ় বস্ত্রণার কড় ।

অথচ মানুষ তবু এই গ্রহে স্মৃতি রেখে যায়—
রেখে যায় কিছু স্বপ্ন পিছে ফেলে গাম্ভীর্য রীতিতে ;
কেননা মানুষ আজও মানুষীকে প্রগাঢ় প্রীতিতে
কাছে টেনে, বুকে বেঁধে, তৃপ্ত করে ক্রময়ের সাথ ;
যদিও অস্তিত্ব সত্য এই বিশ্ব অকস্মৎ বিষাদ ।

বিস্কৃত সজ্জাকে নিয়ে ব'সে আছি স্মৃতির পৈঠায় ।

॥ ପ୍ରାକ୍ତନଌ ॥

ମୁନିର୍ମିଷିତ କରେକଟି କୈଶୋରୀକ କବିତା

পুরোনো

আকাশ-বাতাস-নদী,
পৃথিবীর আবর্তন,
সুখ-দুঃখ-অশা-প্রেম,
সবই পুরোনো—
বহু লক্ষ বছরের পুরোনো ।

আবার এরাই কিন্তু নতুন—চিরনতুন ।

তাই আজ

মাঝে-মাঝে মনে হয় :
পরিচিত পৃথিবীতে
পুরোনো ব'লে কিছু নেই ;
না, পুরোনো ব'লে কিছুই হয়না ।

প্রথম লেখন : ১৩৫২

পুনর্লেখন : ১৩৮৬

কবিতার লয়

ভারপর কী-করুণ দৃশ্যখানি প্রতিভূত হ'লো
হৃদয়ের আকাশে আমার !
দিনান্তের দিগন্তের বেদনার স্পর্শে ছলোছলো
দুই চোখ প্রাণিত আবার ।

চারিদিক মগ্ন হ'লো গোখলির শান্ত রূপখানে—
শব্দ হ'লো শিশিরের করা ;
সব কতি ভুলে গিয়ে এই প্রাণ দুর্নিবার টানে
প্রকৃতির প্রাণে দিলো ধরা ।

সুখ-দুঃখ-ব্যাথা-ভয় সব কিছুর এক হ'রে এলো,
শান্ত হ'লো প্রমত্ত প্রহর ;
আমার অশান্ত মন অলৌকিক লগ্নে খুঁজে পেলো
কবিতার আলোকিত ঘর ।

প্রথম লেখন : ১৩৫২

পুনর্লেখন : ১৩৮৬

কবিতা-কণিকা

১। কহন

সারাজীবন তোমার প্রাণে আগুন,
সারাজীবন আমার প্রাণে আগুন,
ধূপের মতো জ্বলছি বেন দ্বন্দ্বনার ।

ধূপের মতোই জ্বলতে হবে দ্বন্দ্বনার ।

২। আয়না

সমস্ত রাত তোমার চোখে আয়না,
সমস্ত দিন আমার চোখে আয়না,
সমস্তকাল দ্বন্দ্বেরই চোখে আয়না ।

হঠাৎ আহা, করুণ স্মৃতি তীর হ'রে আয়না ভাঙে কেন ?

৩। চৈত

সারাটি দিন স্মৃতির কানে কথা বলা,
সারাটি রাত স্মৃতির বুকে কথা শোনা,
দিনে ও রাতে স্মৃতিকে নিয়ে ভগ্ন বোনা ।

জীবন বেন চৈত স্মৃতির নরম মাটি ঘাড়িয়ে চলা ।

প্রথম লেখন : ১৩৫২

পুনর্লেখন : ১৩৮৭

দূরতম।

এ-জীবনে যাকে আমি কেবলই খুঁজে বেড়াই,
সে যে আমারই বেননার করুণাঘন গান।
আমি যে কেবলই তাকে জনরে পেয়ে হারাই—
সে যে আমারই চেতনার গহনতম প্রাণ।

আমি যে আকাশে দেখেছি কালো মেঘের ভিড়,
আমি যে দেখেছি শূন্য অকালপ্রলয় জাগে,
আমি যে তাকেই খুঁজে ভেঙেছি আপন নীড়,
আমি যে তাকেই খুঁজি উদাস গোখলিরাগে।

সে যে আমারই প্রাণের সজল উদ্ভাস,
সে যে আমারই জীবনের হারানো সেই স্বর,
সে যে আমারই ভুবনের ব্যাখ্যাত বারোমাস,
সে যে আমারই কামনার করুণিত ইশ্বর।

তাইতো খুঁজেছি তাকে একান্ত নিজ সুরে,
তাইতো বেঁধেছি তাকে দ্রুত বাহুডোরে,
তাইতো দেখেছি তাকে দিগন্তে বহুদূরে,
তাইতো চেয়েছি তাকে অনন্ত মায়াধোরে।

প্রথম লেখন : ১৩৬০

পুনর্লেখন : ১৩৮৭

অন্তর্ভা

আমি যেন নৃত্যোচ্চ্যুত কোনো এক সৌন্দর্য্য বাজপাখি ।

খুঁড়ে-খুঁড়ে অস্তিত্বের চতুর্দারে গভীর পরিখা
এবং স্তম্ভে জেলে যৌবনের অনিবার্য শিখা
অশ্রুকার লগ্নে আমি অতীতসায় মগ্ন হ'য়ে থাকি ।

কবির পদ্যের মতো চেতনার কুলশ্রাবী হুদে
প্রত্যাশার ঢেউগুলো কী-উত্তাল ! ভেঙে-ভেঙে পড়ে ;
ভাঙে কুল, ভাঙে কুল । অশ্রুকার আকাঙ্ক্ষার ঝড়ে
দিবা-রজন ভেঙে গেলে মল্ল হই মরণের মদে ।

ভবুত নির্মম রাগি স্নেহে স্নিগ্ধ দৃ'চোখে কাজল
আসে না তো দৃষ্টি জুড়ে রূপজীবী জরতীর মতো—
দায়না দায়না ধরা তৃষ্ণাতুর প্রাণে অবিবর্ত
বাসন্তিক ভাবনাতো, দৃ'ই হাতে দাজিরে মাদল ।

তাই আমি বিম্ব হই বস্ত্রণার স্রুতীকর সারকে
অহর্নিশ ; বন্দী তাই আকাঙ্ক্ষার রেখাঙ্কিত বৃত্তে ।
অনাহত বাসনার অন্তহীন হাহাকারে, নৃত্যে
মৃত্যুর দিগন্ত খুঁজি,—বিম্ব হই অনঙ্গ-সারকে ।

প্রথম লেখন : ১৩৬০

পুনর্লেখন : ১৩৮৮

কোথায় হারিয়ে গেলো।

কোথায় হারিয়ে গেলো সেই সব উজ্জ্বল দিন,
জীবনের আনন্দের কল্যাণী হৃদে-হৃদে যারা
তুলেছিলো একদিন অনির্ব্যক্ত আবেগের তেউ ?
সে-দিনের কোনো স্মৃতি মনে গেঁথে রাখেনি তো কেউ ।
ওই আমি একা একা পাড়ি দিয়ে কালের সাহারা
খুঁজে ফিরি সেই সব দিনকেই, আজও, অসুখীন ।

কোথায় হারিয়ে গেলো সেই সব উজ্জ্বল রাত,
সত্যের গহনে যারা একদিন মর্জিত দিতো এনে
মরণের অশ্বকারে জীবনের আলোকের সুরে ?
সেই সব রাত্রিগুলো চ'লে গেছে উষাও সন্ধ্যা
একবার অভিনয়ে সর্বশেষ যবনিকা টেনে ।
আজ শব্দ দেহমন কেটে চলে স্মৃতির করাত ।

একবার সেই সব প্রাণভুল রাত্রি আর দিন—
আজ ভাবি : একে-একে হ'য়ে গেলো কোথায় বিলীন ।

প্রথম লেখন : ১৩৬০

পুনর্লেখন : ১৩৮৮

যেখানে এখনো আছে

যেখানে এখনো আছে হুশালীর আঁকাবাঁকা চোটে,
সোনালীর মারাখেলা দিনান্তের নিমেষ আকাশে,
যেখানে শিশির করে নরুনীল উষার আভাসে—
কোনোদিন পথ ভুলে তোমরা কি গেছো সেখা কেউ ?

যেখানে এখনো আছে নীলকণ্ঠ পাখিদের ভিড়,
মরকতে গড়া রাত গজমোতি-গড়া বেধা দিন,
যেখানে এখনো আছে মারাদক সোনার হরিণ,
কখনো কি গেছো কেউ সেই দেশে, ছায়া-স্থানিবিড় ?

যেখানে এখনো আছে বর্ষা হেনা করবী শিমূল,
ভাহুক ভাহুকী বেধা ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে,
যেখানে পিপাসা মেটে কাকচক্ পুকুরের জলে,
কেউ কি দেখেছো কিছুর রংপল্লব সে-দেশের তুল ?

যেখানে এখনো আছে শত স্বপ্ন হ'য়ে স্মৃতিভরী,
যেখানে এখনো আগে উসরাত অগণন গান,
এখনো যেখানে গেলে উদাসীন হ'য়ে বায় প্রাণ,
যদি পারো, তবে সেখা তোমরাও যেও কোনোদিন ।

প্রথম লেখন : ১৩৬১

পুনর্লেখন : ১৩৮২

কবিতা-চতুষ্ক

(১) মনে পড়া

আমার ক্ষণে আছে আজও সেই তপ্ত মরুভূমি ।

গাই আমি পথ হাটি, বাসনার পথে আজও হাটি ।
তবু যেন মাঝে-মাঝে মনে হয় : স'রে যার মাটি
দু'পায়ের তলা থেকে ; কোনোদিনও কখনো কি তুমি
এমনটি অনুভব করেছিলে কোনো তাঁর কণে ?

থেকে থেকে সব কিছুর এখন পড়ছে শব্দ মনে ।

(২) তোমার জন্তু একটি প্রাণ

চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,
ভালোবাসার তরী আমার ছবিতে কেন গেল ?

চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,
হৃদয়ে হ'তে ক্ষয় হ'য়ে কাঁপিয়ে কেন গেল ?

চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,
অনুরাগের সোনার ফুলে সাজিয়ে কেন গেল ?

১০) জন্মের রহস্য আছে মৃত্যুর আধারে হ'য়ে লীন

জন্মের রহস্য আছে মৃত্যুর আধারে হ'য়ে লীন ।
তাইতো নিশীথ লগ্নে জেগে উঠে আমি প্রতিদিন
কল্পলোকে দৃষ্টি মেলি ; আর, দীর্ঘ স্মৃতির রাস্তায়
বিগত জন্মের চেনা মানুষেরা পথ ছেঁটে যায় ।

বিশ্ময়ে অবাক হই ; তবু যেন আরেক বিশ্বয়
বিমূঢ় চেতনা ঢাকে ঘন কুরাশায় । মৃত্যুময়
মস্ত স্বরে বেজে উঠে হৃদয়ের গুপ্ত বেহালায়
বিগত জন্মের স্মৃতি এ-জীবন স্পর্শ ক'রে যায় ।

(৬) মানুষের ইতিহাস

মানুষের ইতিহাস, সে কি শব্দ, দৃশ্য আর যন্ত্রণার ভরা ?
জীবনসন্ধ্যায় দ্যাখো প্রত্যেকেরই দেহমানে নেমে আসে জরা ।
মরণের অশ্বকরে নিভে যায় জীবনের শেষতম আলো—
তবু কেন মানুষেরা মানুষীরা পৃথিবীকে বাসে এত ভালো ?

অনজ্ঞ নয়কো মোটে এর অর্থ অনুধ্যানী আমার হৃদয়ে ;
তাইতো বিমূঢ় আমি পৃথিবীতে মৃত্যুহীন জীবনের জয়ে ।
বৃষ্ণের রহস্য আছে স্রুস্ত হ'য়ে আনন্দের বিভঙ্গে চিতালে ;
মানুষের ইতিহাস তাই আজও সজ্জামান কালের খেলালে ।

প্রথম লেখন : ১৩৬১

পুনর্লেখন : ১৩৮২

কড়ের পরে

মেঘের চিহ্ন নেই আকাশের কোনোখানে আর—
পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ে যার দূরে...বহুদূরে ;
মেতে ওঠে গানে-গানে । তবু এক তীর বাখাতার
জঁমে আছে প্রত্যেকেরই হৃদয়ের তৃষ্ণ অস্তপূরে ।

কড় শেষ, বৃষ্টি নেই । চারিদিক সোনালী আলোকে
স্নান ক'রে কলরল । দুই চক্ৰ যত দূরে যার
শব্দ আলো, শব্দ আলো । আমাদের দৃষ্ণ-ভাপ-লোকে
এই আলো স্থির শান্তি, বিবাহেও আনন্দ হৃদ্যর ।

তবু আছে অন্য চিহ্ন । ভয়াল সে-কড়ের সাক্ষর
জ্বলে থাকে দিকে-দিকে । কত গোলা আর বাড়িঘর
এই কড়ে চিহ্নহীন, নরু আর মহিষের দল
মৃত্যুশায়ী, অবলুপ্ত চাষীদের অস্তিত্ব সম্বল ।

এখন যেমেছে কড় । জটায়ুর পাখা ঝাপটানি
এবার হয়েছে শেষ । বিসর্পিণ পৃথ্বীর ওপরে,
ঘাটে, বনে, শস্যক্ষেত্রে আর দীর্ঘ মৃত্তিকার ঘরে
জ্বলে আছে শব্দ তার ভয়াকব শব্তি-চিহ্নহানি ।

প্রথম লেখন : ১৩৬১

পুনর্লেখন : ১৩৯০

